মেহেরপুরের তেরঘরিয়া বিল ক্ষমতাবানদের দখলে

“জাল যার জলা তার, মৎস্যজীবীর অধিকার” বঙ্গবন্ধুর দেওয়া এই স্লোগান এখন “ক্ষমতা যার, জলা তার” এ পরিণত হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরঘরিয়া বীলটি এখন সেই ক্ষমতাবান অমৎস্যজীবীদের দখলে। সমিতির মুল সদস্যরা প্রতি ঈদে ২ হাজার করে টাকা পাওয়া ছাড়া অন্য কোনো সুবিধা পাননা। মুল ইজারার বিপরীতে সমিতির বাইরের ব্যবসায়ী এবং সমবায় অফিসের কয়েকজন চাকুরীজীবির নেতৃত্বে তেরঘরিয়া বিলে মৎস্য চাষ ও আয় ব্যায়ের সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যা সমবায় নীতির বিরোধী।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের সূত্রোক্ত স্বারক মোতাবেক মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের তেরঘরিয়া বিল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাংলা ১৪২৬ হতে ১৪৩১ সাল পর্যন্ত ৬ বছর মেয়াদে প্রথম চার বছর (বাংলা ১৪২৬, ১৪২৭, ১৪২৮ ও ১৪২৯ সন) বার্ষিক ২,৪০,৫০০ (দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার পাঁচ শ) টাকা এবং পরবর্তি ২ বছর (বাংলা ১৪৩০ ও ১৪৩১ সন) উক্ত অংকের ২৫ শতাংশ বর্ধিত ইজারামূল্যে তেরঘরিয়া ঈদগাহ পাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি: এর অনুকুলে ইজারা প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

জেলা প্রশাসক মেহেরপুরের পক্ষে উক্ত জলমহালটি উল্লেখিত সমিতির অনুকুলে বাংলা ১৪২৬ হতে ১৪৩১ সাল পর্যন্ত ছয় বছর মেয়াদে উন্নয়ন প্রকল্পে ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতি বছর ২ লক্ষ ৪০ হাজার ৫শ টাকা, ১৫ শতাংশ ভ্যাট, ৫ শতাংশ আয়কর ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে পরিশোধ করায় শর্ত সাপেক্ষে বিগত ৮/৫/২০১৯ তারিখে জলমহালটি দখল হস্তান্তর করা হয়।

জলমহাল হস্তান্তর নীতিমালার ২ নং শর্তে উল্লেখ আছে, ইজারা গ্রহীতা জলমহালের পরিসীমা বজায় রাখবেন ও সংরক্ষণ করবেন। কেউ যাতে জলমহাল বেদখল না করে সেটি ইজারা গ্রহীতা নিশ্চিত করবেন।

তিন নং শর্তে উল্লেখ আছে, ইজারা গ্রহীতা জলমহালটি অন্য কাউকে সাব লীজ দিতে পারবেনা। সাব লীজ দিলে মূল ইজারা তৎক্ষণাৎ বাতিল বলে গণ্য হবে।

নং শর্ত অনুযায়ী সেদিন থেকেই এই চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা এই সাব লীজের সাথে কেনো জড়িত এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমি তাদের কাছে থেকে লিখিত জবাব চাইবো।